জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯১ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি,জাতীয় বীজ বোর্ড

সভার তারিখ ও সময়: ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ সকাল ১১.০০ টা

সভার স্থান: ১নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ঢাকা

সভায় উপস্থিতির তালিকা: "পরিশিষ্ট -ক" সদয় দ্রষ্টব্য

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক ও কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। জনাব মো:খায়রুল বাসার, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপনের জন্য জনাব মো: নাসির উদ্দীন, উপপরিচালক, মান নিয়ন্ত্রণ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্য বিষয় ১ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৯০ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯০ তম সভা ১৬ জানুয়ারী, ২০১৮ বিকাল ৩.০০ টায় ড: মো: কবির ইকরামুল হক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২২ জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রি: তারিখের ১৬৮(২০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৯০ তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থন করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ঃ আমন ২০১৭-১৮ মৌসুমে ধানের হাইব্রিড জাতের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান যে, আমন/২০১৭-১৮ মৌসুমে ৫টি বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট ৬টি ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ জমা প্রদান করেছেন। যা নিম্ন ছকে দেয়া হলো।

১ম বর্ষ- মোট ৪টি

ক্র:নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	Syngenta Bangladesh Limited	সিনজেনটা S-1209(S-7001)	ভারত	১ম বর্ষ
২	Golden Barn Kingdom (Pvt).Ltd.	GBK(JD021)	চায়না	১ম বর্ষ
৩	ACI Limited	ACI Hybrid Dhan 12 (ARBH-1503)	ভারত	১ম বর্ষ
৪	JF Agro Private Limited	KPH468 (জিসান-১)	ভারত	১ম বর্ষ

বর্ষ- মোট ২টি

১	Syngenta Bangladesh Limited	সিনজেনটা S-1203(RH-664+)	ভারত	২য় বর্ষ
২	Supreme Seed Company Ltd.	সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা ২০ (SHD-345)	নিজস্ব উদ্ভাবিত	২য় বর্ষ

উক্ত ৬টি হাইব্রিড জাতের সাথে ২টি চেকজাতসহ মোট ৮টি জাত ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। কোড নম্বর (H-1207 থেকে H-1214) মোট ৮টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। সকল সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে সভায় গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় বর্ষে ট্রায়ালকৃত ২টি জাত যথাক্রমে সিনজেনটা S-1203(RH-664+) (কোড নং এইচ-১২০৯) এবং সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা ২০ (SHD-345) (কোড নং এইচ-১২০৮) এর মাঠ মূল্যায়ন কোড ভিত্তিক ফলাফল Compilation পূর্বক সভায় উপস্থাপণ করা হয়। প্রস্তাবিত ২টি জাতের ফলন বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, আমন ধানের হাইব্রিড ট্রায়ালে হাইব্রিডের নিবন্ধনের পদ্ধতি অনুযায়ী চেকজাতের চেয়ে ফলন ২০% বেশী হওয়ার কথা কিন্তু ১ম ও ২য় বর্ষে অনফার্ম ও অনষ্টেশনে একই সাথে ৩টি অঞ্চলে ২০% বা তার অধিক heterosis না পাওয়ায় সিনজেনটা S-1203(RH-664+) ও সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা ২০ (SHD-345) জাত দুটি নিবন্ধনের সুপারিশ যোগ্য নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সিনজেনটা S-1203(RH-664+) ও সুপ্রীম হাইব্রিড হীরা ২০ (SHD-345) জাত ২টির heterosis ২০% এর অধিক না হওয়ায় বিধি মোতাবেক নিবন্ধন করার সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয় ৩ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ টি নতুন জাত ছাড়করণ।

ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি কৌলিক সারি BR (Bio) 9786-BC2-132-1-3 আমন মৌসুমে ব্রি ধান-৮৭ হিসেবে ছাড়করণ ।

ড. মো: এনামুল হক, সিএসও, বায়োটেকনোলজি ডিভিশন, ব্রি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাতের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান-২৯ ও *Oryza rufipogon* এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হওয়ায় জাতটি ঢলে পড়ে না, ধানের দানা লম্বা ও চিকন, ফলন ব্রি ধান-৪৯ এর চেয়ে বেশি (০.৯ টন) এবং ৭ দিন আগাম হওয়ায় জাতটি ছাড়করণের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রস্তাবিত জাতটি ২০১৭-১৮ আমন মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং বরিশাল এর ৬ টি অঞ্চলের ৯টি স্থানে ব্রি ধান-৪৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ট্রায়ালকৃত ৬টি অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৫.৫ টন/হে. এবং চেক জাতের গড় ফলন ৪.৬ টন/হে. পাওয়া যায়। জাতটির গড় জীবনকাল ১২৭ দিন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে ।

ডিইউএস টেস্ট পদ্ধতিতে প্রস্তবিত জাতের সাথে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে অধিকতর মিল সমাপন্ন জাতের তুলনা করতে হয় বিধায় প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত হিসেবে ব্রি ধান-৩৯ ব্যবহৃত হয় এবং মোট ৭টি বৈশিষ্ট্যে চেক জাত থেকে স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

Sl. No.	Characteristics	BRRI dhan-39 (Check Variety)		**BR (Bio) 9786-BC2-132-1-3 (Proposed variety)**		Remarks
		Code	State	Code	State	
3	Penultimate leaf: pubescence of blade	5	Medium	7	Strong	Distinct
14	Culm: diameter	5	Large	3	Medium	Distinct
15	Culm: length	5	Medium	7	Long	Distinct
21	No. of effective tillers in plants	5	Medium	7	Many	Distinct
30	Grain: 1000 grain wt.	5	Medium	7	High	Distinct
31	Grain:length (without dehulling)	7	Long	9	Very long	Distinct
38	Grain: length and Endosperm: content of amylose	3	Intermediate (20-25%)	9	High (27%)	Distinct

ড. মো: আলমগীর হোসেন, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি জানান, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে প্রস্তাবিত জাতটি ৬.৫ টন/হে: পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, প্রস্তাবিত জাতটি লম্বা হওয়া সত্ত্বেও হেলে পড়ে না, বিষয়টি জানতে চাইলে ড. মো: এনামুল হক, সিএসও, ব্রি, জানান, প্রস্তাবিত জাতটি বন্য জাতের ধানের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হওয়ায় জাতটি ঢলে পড়ে না। জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ১২৬-১২৮ দিনের পরিবর্তে ১২৫-১৩০ দিন উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন ফলাফলে প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের তুলনায় False smut' রোগের আক্রমণ কম দেখা যায়। ৬টি অঞ্চলের ৯টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। এবং উপস্থিত সদস্যগণও জাতটি ছাড়করণের পক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত কৌলিক সারি BR (Bio)9786-BC2-132-1-3 আমন মৌসুমে ব্রি ধান-৮৭ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

খ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি কৌলিক সারি (BINA-MV-20)আমন মৌসুমে বিনা ধান-২২ হিসেবে ছাড়করণ।

BINA-MV-20 (বিনা ধান-২২) ঃ ড.মো: ইমতিয়াজ হোসেন, বিনা, ময়মনসিংহ, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। প্রস্তাবিত জাতটি বিনা ধান-৭ এর মত আগাম, ধানের দানা লম্বা চিকন, গাছ শক্ত বলে হেলে পড়েনা এবং ফলন বেশি হওয়ায় তিনি জাতটি ছাড়করণের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রস্তাবিত জাতটি ২০১৭-১৮ আমন মৌসুমে ঢাকা, রংপুর,চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা এর ৫ টি অঞ্চলের ১৪টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১১টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে মূল্যায়ন দল কর্তৃক বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়। ট্রায়াকৃত ৫টি অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৫.৭ টন/হে. এবং চেক জাতের গড় ফলন ৪.১টন/হে. পাওয়া যায়। জাতটির গড় জীবনকাল ১১৮ দিন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত বিনা ধান-৭ থেকে মোট ৬টি বৈশিষ্ট্যে(Penultimate leaf: pubescence of blade, Flag leaf: attitude of blade, Panicle: length, No. of effective tillers.Grain: 1000 grain wt., Decorticated grain: shape) স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে জনাব ড. হোসনেয়ারা বেগম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা জানান, ঢাকা অঞ্চলের ৩টি স্থানের সাইট সিলেকশন সঠিক ছিল না বলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে আশানুরূপ ফলন হয়নি। তবে অবশিষ্ট ১১টি স্থানেই ফলন চেক জাত থেকে বেশি হওয়ায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে তিনি অনুরোধ জানান। জনাব ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হান, বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ও ড. মো: আরিফ হাসান খান রবিন, বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ত্রুটিপূর্ণ সাইট সিলেকশন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এসব কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় জাতটি ছাড়করণের পক্ষে মত দেন। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, জানান, যেহেতু ঢাকা অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে দূর্বল ব্যবস্থাপনা এবং ত্রুটিপূর্ণ স্থান নির্বাচনের কারণে মূল্যায়ন দল কর্তৃক পূনরায় ট্রায়াল স্থাপনের মতামত প্রদান করেছেন সেহেতু প্রস্তাবিত জাতটির পুনরায় (১ বছর) ট্রায়াল করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডে নেতিবাচক ফলাফলসহ জাত ছাড়করণের সুপারিশ প্রেরন সমিচীন হবে না। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি কৌলিক সারিটি (BINA-MV-20) আগামী আমন মৌসুমে আরো এক বছর ট্রায়াল স্থাপন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি লাইন (NSIC Rc222) আমন মৌসুমে রা.বি. ধান-১ হিসেবে ছাড়করণ।

NSIC Rc222 (রা.বি.ধান- ১): ড. মো: আমিনুল হক, প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ধানের জাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি জানান, রা.বি.ধান-১ এর কৌলিক সারি নং-IR78581-12-3-2-2। উক্ত কৌলিক সারিটি এসিআই লিমিটেড কর্তৃক ২০১৪ সনে ইরি (Philippines) থেকে সংগ্রহ করা হয়। একই বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোনমী এন্ড এগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগ এবং এসিআই লিমিটেড যৌথভাবে রোপা আমন মৌসুমে গবেষণা পরিচালনা করে। প্রথম বারের মত পিপিপি এর মাধ্যমে এসিআই লিমিটেড, বাংলাদেশের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় এ কৌলিক সারিটি উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান- ৩৯ এর চেয়ে ফলন বেশি, শীষ থেকে ধান ঝরে পড়েনা এবং ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় তিনি জাতটি ছাড়করণের জন্য অনুরোধ জানান।

উক্ত জাতটি ২০১৭-১৮ আমন মৌসুমে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী এবং খুলনা এর ৪ টি অঞ্চলের ৭টি স্থানে ট্রায়াল করা হয়। ৪টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে মূল্যায়ন দল কর্তৃক বিপক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ট্রায়ালকৃত ৬টি অঞ্চলে (খুলনা অঞ্চল ব্যতিত) প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৪.১ টন/হে. এবং চেক জাত ব্রি ধান-৩৯ এর গড় ফলন ৩.০২ টন/হে. পাওয়া

...য়। জাতটির গড় জীবনকাল ১২৭ দিন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস (DUS Test) টেষ্ট সম্পাদন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত ব্রি ধান- ৩৯ থেকে মোট ৪টি বৈশিষ্ট্যে (Culm : length, Panicle: exertion, Grain: length (without dehulling), Endosperm: content of amylose) স্বতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে ড. মো: মুজিবুর রহমান, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রমকে স্বাগত জানান এবং জাতটি আরও যাচাই করার জন্য আগামী আমন মৌসুমে পুনরায় ট্রায়াল করার মতামত দেন। ড. আবুল কালাম আজাদ, সিএসও, বিনা একই মত প্রকাশ করেন। জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডে নেতিবাচক ফলাফলসহ জাত ছাড়করণের সুপারিশ যাওয়া ঠিক হবে না এবং তিনি আমন মৌসুমে পুনরায় ট্রায়াল করার মতামত দেন। এ বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে,৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হলেও ৩টি স্থানে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও অন্যান্য ত্রুটির কারণে ফলন কম হওয়ায় ছাড়করণের বিপক্ষে মতামত রয়েছে। ফলে জাতটি পুনরায় ট্রায়াল করা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের একটি লাইন (NSIC Rc222) আগামী আমন মৌসুমে পুনরায় ট্রায়াল স্থাপন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৪ঃ গোল্ডেন বার্ণ কিংডম প্রা: লি: এর হাইব্রিড ধান JD-013, আউশ মৌসুমের জন্য নিবন্ধনের বিষয়ে মতামত প্রদান।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৫ তম সভার আলোচ্য বিষয় ৭ এ গোল্ডেন বার্ণ কিংডম প্রা: লি: এর আবেদনটির বিষয়ে কারিগরি কমিটির মতামত প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, জনাব শাহাদাব আকবর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গোল্ডেন বার্ণ কিংডম প্রা: লি: জানান, JD-013, আউশ মৌসুমের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় জাত। এর উল্লেখযোগ্য গুণাবলী হল এ জাতটির চাল সরু এবং ফলনও ভাল। প্রথম বছর দুটি অঞ্চলে ভাল করার পর ২য় বছরে খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ভাল করলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ইঁদুর ও পাখির আক্রমণের কারণে ফলন খারাপ হওয়ায় ফলন কমে যায়। এ বিষয়ে ড. মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জানান, বিএডিসির খামারে আউশ হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নকালে অন্য কোন ধানের ট্রায়াল ছিল না, তাই ইদুর ও পাখির আক্রমণের প্রকোপ বেশী ছিল। ইদুর ও পাখির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নেট ও বিষ দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া প্রাকৃতিক দূর্যোগেও ট্রায়ালটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পর পর দুই বছর ট্রায়াল বাস্তবায়ন সাপেক্ষে **JD-013** জাতটির গড় জীবনকাল ১১৩ দিন এবং গড় ফলন ৪.৯ টন / হে: পক্ষান্তরে চেক জাত ব্রি ধান ৪৮ এর গড় জীবনকাল ১১৫ দিন এবং গড় ফলন ৪.২টন /হে: পাওয়া যায়। জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় জানান,এ বছর আউশ ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা বেশী ধরা হয়েছে ,ফলে আউশ মৌসুমে ভাল হাইব্রিড জাত থাকা দরকার। প্রফেসর ড. মো: আরিফ হাসান খান রবিন, বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি জানান, যেহেতু বাংলাদেশে কোন আউশ হাইব্রিড ধান নেই তাই **JD-013** কে আউশ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের প্রথম জাত হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ করা যেতে পারে। জনাব মো: ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ভাল জাতের আউশ হাইব্রিড ধান আমাদের দেশে থাকা প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় জানান যেহেতু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন আউশ হাইব্রিড ধান নেই, কমিটির সদস্যদের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রথম আউশ হাইব্রিড হিসেবে জাতটি ৩টি অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ গোল্ডেন বার্ণ কিংডম প্রা: লি: এর JD-013 জাতটি জিবিকে হাইব্রিড ধান-২ (JD-013) হিসেবে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম ৩টি অঞ্চলে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে ও নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধনের সুপারিশ করা হল।

শর্ত১ ঃ প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর, প্যাকিং এর তারিখএবং কোন্ অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত ৩ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে হাইব্রিড আমদানীকারক কোম্পানীর সম্পাদিত MoU ও Port Arrival Report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫ তম সভার আলোচ্যসূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বানিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৫ঃ আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল পূণর্গঠন সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এর পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য কর্তৃক ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল পূণর্গঠনের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, ব্রি'র পরিচালক (গবেষণা) কর্তৃক প্রস্তাবটি কাজের সুবিধার্থে জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত : নিম্নেবর্ণিত আঞ্চলিক মাঠ মূল্যায়ন দল পূণর্গঠন করা যেতে পারে।

ক্র:নং	সদস্যের বিবরণ	পদবী
১।	আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	যুগ্ম পরিচালক/ উপপরিচালক (বীজ বিপনন), বিএডিসি	সদস্য
৪।	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ, নিকটবর্তী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রতিনিধি অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী	সদস্য
৫।	উদ্ভিদ কীটতত্ত্ববিদ, নিকটবর্তী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রতিনিধি অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী	সদস্য
৬।	সংশ্লিষ্ট ফসলের উদ্ভিদ প্রজননবিদ, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৭।	ট্রায়াল কো-অর্ডিনেটর, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৮।	জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সদস্য সচিব

আলোচ্য বিষয় ৬ঃ ধানের প্রজনন বীজ সরবরাহ নীতিমালা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট,গাজীপুরএর পরিচালক (গবেষণা) মহোদয়কে ধানের প্রজনন বীজ সরবরাহ নীতিমালা যেমন- প্রজনন বীজ প্রাপ্তির আবশ্যিক শর্তাবলীসহ অন্যান্য শর্তাবলী, প্রজনন বীজ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুবিধাদি বিবেচনা করে বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ৩টি ক্যাটাগরিতে (ক্যাটাগরি-১, ক্যাটাগরি-২ এবং ক্যাটাগরি-৩) বিভক্ত করে প্রজনন বীজ সরবরাহ সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাবনা করেন। এ বিষয়ে ড. মো: আলমগীর হোসেন, সিএসও, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, প্রজনন বীজ সরবরাহের একটি পূর্নাঙ্গ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে প্রজনন বীজ হতে উৎপাদিত ভিত্তি বীজ চাষীদের মধ্যে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভিত্তি বীজ শুধুমাত্র প্রত্যায়িত/টিএলএস বীজ উৎপাদনে ব্যবহার করা উচিত। জনাব মো: আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয় জানান যে, প্রজনন বীজ সরবরাহ

নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় একটি পূর্নাঙ্গ প্রজনন বীজ সরবরাহ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগনের সমন্বয়ে একটি উপকমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। কমিটির সদস্য নিম্নরুপ:

ক্র:নং	সদস্যের বিবরণ	পদবী
১।	অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন,মূল্যায়ন ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	আহবায়ক
২।	প্রতিনিধি জিআরএস বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩।	প্রতিনিধি, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা	সদস্য
৪।	প্রতিনিধি, ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।	সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
৬।	মো: শাহজাহান আলী, সীড টেকনোলজিষ্ট	

সিদ্ধান্ত ঃ গঠিত উপকমিটি আগামি ২মাসের মধ্যে প্রজনন বীজ সরবরাহের একটি পূর্নাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রতিবেদন কারিগরি কমিটিতে দাখিল করবে।

আলোচ্য বিষয় ৭ঃ বিবিধ

(ক) বিনা ধান-২০ জাতটি আয়রন সমৃদ্ধ কিনা এ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৩ তম সভার আলোচ্য বিষয় ৫ এর সিদ্ধান্ত (খ) অনুযায়ী, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আমন মৌসুমে ছাড়কৃত বিনা ধান-২০ জাতটি আয়রন সমৃদ্ধ কিনা, কারিগরি কমিটি তা যাচাই করে জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে বিনা'র প্রতিনিধি ড. মো: আবুল কালাম আজাদ, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা বলেন যে, ব্রাউন রাইস আয়রন সমৃদ্ধ হলেও পলিশ রাইসে মাত্র ৫ পিপিএম আয়রন বিদ্যমান থাকে। এ বিষয়ে ড. মো: আলমগীর হোসেন, সিএসও, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে আয়রন সমৃদ্ধ ধানের জাত উল্লেখ করতে হলে অবশ্যই একটি স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করতে হবে। আয়রন সমৃদ্ধ জাতের পলিশ রাইসে কমপক্ষে ১২ পিপিএম আয়রন থাকা দরকার। ড. মো: আরিফ হাসান খান, বিভাগীয় প্রধান, জিপিবি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত পেপারসহ ছাড়কৃত বিনা ধান- ২০ এর নমুনা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমা দেয়া এবং উপযুক্ত পরীক্ষাগারে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আয়রন সমৃদ্ধ বিষয়ে আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত পেপারসহ ছাড়কৃত বিনা ধান- ২০ এর নমুনা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হবে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপযুক্ত পরীক্ষাগারে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তা কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(খ) আমন হাইব্রিড ধানের চেক জাত নির্ধারণ।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে একটি মুক্ত পরাগায়িত (Open-Pollinated) জাত ষ্ট্যান্ডার্ড চেক (standard check) হিসেবে গ্রহণ করে ডিজাইন করতে হবে। এ যাবতকালে ৬টি অঞ্চলে পাশ পূর্বক সারা দেশের জন্য আমন মৌসুমে নিবন্ধিত কোন হাইব্রিড ধানের জাত নেই, যাকে ষ্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় ব্রি'র প্রতিনিধির নিকট মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে ড. মো: আলমগীর হোসেন, সিএসও, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি বলেন যে, ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ একটি ভাল জাত। যদিও জাতটি ৩টি অঞ্চলে নিবন্ধিত হয়েছে তবুও জাতটি

প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে দেশীয় ভাবে উদ্ভাবিত জাত হিসেবে সাময়িকভাবে সারা দেশে আমন হাইব্রিড ধানের চেক জাত নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে সাময়িকভাবে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৬ এবং কমপক্ষে একটি মুক্ত পরাগায়িত (open-pollinated) জাত ষ্ট্যান্ডার্ড চেক (standard check) হিসেবে গ্রহণ করে ডিজাইন করতে হবে।

গ) F_1 হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের স্বার্থে Parent Line আমদানীর জটিলতা নিরসন প্রসঙ্গে

জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী লি: জানান, স্থানীয় ভাবে F_1 হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের জন্য Parent Line আমদানীর শর্তে বলা হয়েছে ৬ষ্ঠ বছরের পর কোন F_1 বীজ আমদানী করা যাবে না। শুধু Parent Line আমদানী করা যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হল চীন সরকার শুধু Parent Line বীজ রপ্তানীর অনুমতি দেয় না। তিনি আরও জানান, সুপ্রিম সীড কো: বাংলাদেশে সর্বোচ্চ পরিমান জমিতে স্থানীয় ভাবে চীনের F_1হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন করে থাকে। তাদের রেজিষ্টার্ডকৃত জাতটির ছয় বছরের সীমা পার হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ২০১৮-১৯ সালে F_1আমদানীর সুযোগ না থাকায় Parent Line নিয়ে আসা সম্ভব হবে না। তাই স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদক কোম্পানীগুলিকে রেজিষ্ট্রেশনের ৬ষ্ঠ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ১৫টন (এক কন্টেইনার) F_1 বীজ আমদানীর অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে F_1 পেরেন্ট বীজ আমদানীর সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানান। তবে এ ব্যাপারে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতির ১১ নম্বরে উল্লিখিত "প্রথম বছরে বীজ আমদানীকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় / Joint venture programme এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ৭ম বছর থেকে প্যারেন্টাল লাইন্স ব্যতিত কোন ক্রমেই বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানী করা যাবে না।" হাইব্রিড নীতিমালা যথাযথ সংশোধন পূর্বক এ বিষয়ে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে বলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ মতামত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধন সাপেক্ষে ১৫টন (এক কন্টেইনার) F1 বীজ আমদানীর অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

(ড: মো: কবির ইকরামুল হক)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড

স্মারক নং -১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১. ৭৭৯(ক)/২০) তারিখ ঃ ২০।৫।১৮

বিতরণ: অবগতি ও সদয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনমিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন,১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ১৪/১ পশ্চিম আগারগাঁও, বিজ্ঞান যাদুঘর, ঢাকা।	সদস্য
১৬।	-- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উ্ইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

(মো: খায়রুল বাসার)
পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফোন: ৯২৬২৪৪৭, ইমেল: dir@sca.gov. bd